151

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ JAN. 6 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

বই
গড়ে তোলে সেতু

BOOKS BUILD BRIDGES

কলকাতা বইমেলা ॥ বাংলাদেশের বই পাঠানো ১৫ জানুয়ারি সম্পন্ন হবে

হাসান হাফিজ

কলিকাতা পুস্তকমেলায় ফোকাল থিম বাংলাদেশের যেসব বই প্রদর্শন ও বিক্রি হবে, সেগুলো পাঠানোর কাজ আগামী ১৫ জানুয়ারির মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। বইয়ের চালান যাবে সড়ক পথে। সেগুলো মেলার আগ পর্যন্ত কলকাতার ডেপুটি হাই কমিশনে রাখা হবে।

কলকাতার ময়দানে '২৪তম কলিকাতা পুস্তকমেলা' শুরু হবে আগামী ২৭ জানুয়ারি। চলবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চীফ গেস্ট অব অনার হিসাবে উপস্থিত থাকবেন। এই মেলার আয়োজক কলাকাতার পাবলিশার্স এ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড।

'ফোকাল থিম' বাংলাদেশ-এর থিম প্যাভিলিয়নটির অবস্থান মেলামাঠের কেন্দ্রীয় স্থানে। থিম প্যাভিলিয়নের আয়তন চার হাজার ৯শ' বর্গফুট। এতে থাকবে বাংলা একাডেমী, নজরুল ইনস্টিটিউট, শিশু একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট, পর্যটন কর্পোরেশন, তথ্য মন্ত্রণালয়, বঙ্গবন্ধু জাদুঘর এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্টল। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জায়গার বরাদ্দ পেয়েছে বাংলা একাডেমী— ৪১৬ বর্গফুট। থিম কান্ট্রি বাংলাদেশের প্যাভিলিয়নটির স্থাপত্য নক্সা করা হয়েছে জাতীয় স্মৃতিসৌধের আদলে। মূল তোরণের স্থাপত্য নক্সা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের আদলে নির্মাণ করা হচ্ছে।

কলকাতা বইমেলা উপলক্ষে বাংলাদেশের লোগোটি কলকাতায় প্রশংসিত হয়েছে। লোগোতে রয়েছে, একটি সেতুর ওপর বইয়ের খোলা দু'টি পাতা। তাতে বসে আছে একটি পাখি। নিচের অংশে ইংরেজিতে লেখা বাংলাদেশ। পাখিসমেত বইয়ের প্রতীকটি ঘিরে রেখেছে একটি স্লোগান। লোগোর ওপরের অংশে বাংলায় লেখা 'বই গড়ে তোলে সেতু'। নিচের লেখা ইংরেজিতে, 'বুকস বিল্ড ব্রিজেস'।

থিম প্যাভিলিয়নের পাশেই থাকছে বাংলাদেশ সৃজনশীল প্রকাশক পরিষদের এনক্লেভ। এতে ২৬শ' বর্গফুট জায়গায় বাংলাদেশের বেসরকারী খাতের ২৩টি প্রকাশনা সংস্থার ২৬টি ইউনিট থাকবে। থিম প্যাভিলিয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা হয়েছে এই এনক্লেভের স্থাপত্য নক্সা। এর তোরণে ব্যবহৃত হবে ছ'টি রং, বাংলাদেশের ষড়ঋতুর প্রতীক হিসাবে। এনক্লেভের নাম রাখা হচ্ছে 'বাংলাদেশের বইয়ের ভুবন'।

পরিষদ সূত্রে জানা গেছে, সাধারণত

CALCUTTA BOOK FAIR

কলকাতা বইমেলায় ১০ শতাংশ কমিশনে বই বিক্রি করা হয়। বাংলাদেশী যে বইটির দাম ১০০ টাকা, মেলায় ক্রেতা সেটি ৮০ রুপীতে কিনতে পারবেন। বাংলাদেশ থেকে ১০ হাজার টাইটেলের বই যাচ্ছে কলকাতা বইমেলায়। প্রতিটি ১০/১৫ কপি করে। তবে কোন কোনটি এর চেয়ে বেশি পরিমাণও পাঠানো হবে। যেসব বই কলকাতায় পাঠানো হবে তার মধ্যে প্রবন্ধ, উপন্যাসই বেশি। প্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্যে সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস বিষয়ের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হচ্ছে।